

## ইলম কীভাবে সংরক্ষিত হয়

ইলম সংরক্ষিত হয় আমলের মাধ্যমে | العلم صيد و العمل قيد | তাই ইলমকে আমলের ছাঁচে ঢালা উচিত |  
আবার সে আমলও সুন্নাত মোতাবেক হওয়া চাই | সুন্নাত হলো পোষ্ট অফিসের সিলের মত | সিল ছাড়া চিঠি যেমন  
নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে না, সুন্নাত ছাড়াও আমল গ্রহণযোগ্য হয় না |

## ইলমে নারফের প্রথম আলামত

ইলমে নারফের প্রথম আলামত হলো সেই ইলমের ওপর আমলের তৌফীক হয়। মুফতী শফী রহ. একবার ছাত্রদের  
লক্ষ্য করে বলেছেন, ইলম কাকে বলে জান? একেক জন একেক রকম উত্তর দিল | হুজুর চুপ ছিলেন | কেউ  
বলল, হযরত, আপনি বলে দিন ইলম কি? তিনি বললেন, ইলম এমন নূর যা থাকা অবস্থায় আমল না করে পারা  
যায় না | মনে শান্তি আসে না | কোন গোনাহ হয়ে গেলে অস্থির লাগে | কেঁদে কেঁদে তওবা না করা পর্যন্ত স্বস্তি  
বোধ হয় না | মনের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার ইলম নারফে |

## দ্বিতীয় আলামত

ইলমে নারফের দ্বিতীয় আলামত হলো খোদাভীতি | পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলেমগণই আল্লাহকে বেশি ভয় করেন।' যে আলেমের মাঝে  
খোদাভীতি আছে সেই প্রকৃত আলেম |

ইমাম গাজালী রহ. বলেন, 'বড় আলেম হলো যার কাছে গোনাহের ক্ষতিগুলো স্পষ্ট ধরা পড়ে | গোনাহের ক্ষতি  
যার চোখে যত ধরা পড়বে সে তত বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে'

## ইলম কীভাবে বৃদ্ধি পায়?

ইলম দুইভাবে বৃদ্ধি পায় | প্রথমত আমলের মাধ্যমে | হাদীসে এসেছে, من عمل بما علم ورثه الله ما لم يعلم 'জানা বিষয়ের ওপর যে আমল করে তাকে আল্লাহ পাক অজানা বিষয় জানিয়ে দেন।'

দ্বিতীয়ত তাকওয়ার মাধ্যমে। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে ও তাকওয়া অবলম্বন করলে ইলম বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ 'তাকওয়া অবলম্বন কর; আল্লাহ তোমাদের ইলম দিবেন।' (সূরা  
বাকারা-২৮২)

## ইলম অর্জনের দু'টি পদ্ধতি:

**প্রথমত** - প্রথর স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে ইলম হাছিল হয়। যেমন- কারো এতো স্মরণশক্তি যে, নাহু, সরফ, বালাগাত,  
মানতেক, হাদীস, ফেকাহের সব মাসআলা তার মুখস্থ। যা পড়ে বুঝে আসে আবার মনেও থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার

হলো সৃতিশক্তির সাহায্যে যে ইলম হাছিল হয় তার স্থায়িত্ব নেই। হযরত মোজাদ্দের আলফে সানী রহ.-এর যুগে দুই ভাই ছিলো খুবই মেধাবী। একজন আবুল ফজল, অন্যজন হলেন ফয়জী। মেধার সাহায্যে তারা ইলম হাছিল করেছেন। মেধা প্রতিভা তাদের এতো ছিলো যে, একজন বিনা নোকতায় ফার্সিতে তাফসীর লিখেছেন। পুরো তাফসীরে একটা নোকতায়ুক্ত হরফও নেই। সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। তারপর নামও রেখেছেন নোকতামুক্ত হরফ দিয়ে سواطع الإلهام

ছোট ভাইয়ের নাম ছিলো ফয়জী। সে ছিলো আরো মেধাবী। ফটোগ্রাফিক মেমোরির মত একবার শুনলেই সব মনে থাকতো। বড়জন দুইবার শুনলে মনে রাখতে পারতো। এতো মেধা প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তারা গোমরাহ হয়ে গেছে। বাদশাকে সেজদায়ে তাজীমী করা জায়েয বলে তারাই সর্বপ্রথম ফতোয়া দিয়েছে। তাদের গোমরাহির কারণ তারা মেধার জোরে ইলম শিখেছিল।

**দ্বিতীয়ত -** ইবাদতের মাধ্যমে ইলম হাছিল করা। মেধার জোরে ইলম হাছিল না করে ইবাদতের মাধ্যমে হাছিল করা। এখানে ইবাদতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমল ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা। যে আমল করবে ও তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অজানা বিষয়ের ইলম দান করবেন। এমন ইলমই মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। ফাসেক তালিবে ইলম কিছু ইবারত তো শিখে কিন্তু নূরে ইলম তাদের হাছিল হয় না। ফলে সে ইলম তেমন কাজেও আসে না।

সাহাবীদের মাঝে সবচে' ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাটিয়েছেন হযরত আবু হুরায়রা রা। আবার তিনিই ছিলেন তাঁদের মাঝে সবচে' বড় মুহাদ্দিস।

ইমাম বুখারী রহ. একবার অসুস্থ হয়ে গেলেন। চিকিৎসক পেশাব পরীক্ষা করে বললেন, তিনি বোধ হয় কখনো মরিচ খান না। শাগরেদরা জিজ্ঞাসা করলে ইমাম বুখারী বলেন, আজ আঠার বছর যাবত আমি রুটি তরকারী খাই না। ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করল, তাহলে খেতেন কী? বলেন, পাঁচ সাতটি বাদাম খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। এ তো ছিলো দেহের খোরাক। কিন্তু আত্মার খোরাক? তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস।

### আজকালের পার্থক্য

আগের দিনে ইলম থাকতো মানুষের ছিনায়। তখন ছাত্ররা ছিনা পরম্পরায় ইলম হাছিল করতো। আজকাল ইলম থাকে কিতাবে। কিতাব পড়ে ছাত্ররা ইলম হাছিল করে। তাই উভয়ের মাঝে এতো পার্থক্য!

ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর ছেলে একবার এক জায়গায় গেলেন। সেখানকার উলামায়ে কেরাম তাঁর সম্মানে একটা হাদীসের মজলিস কয়েম করেন। সাথে কোন কিতাব ছিলো না। তিনি মুখস্থ হাদীস শোনাতে লাগলেন। এভাবে সনদ ও মতন সহ সাইত্রিশ হাজার হাদীস লেখিয়ে দিলেন।

## সাহাবায়ে কেরাম ইলম শিখতেন, পড়তেন না

সাহাবায়ে কেরাম ইলম শিখতেন, পড়তেন না |খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা তথ্য |সাহাবায়ে কেরাম কখনো রাসূল সা.-এর সামনে কিতাব নিয়ে বসেননি |তিনি কখনো কাউকে কোনো কিতাব পড়াননি |বরং তাঁরা রাসূল সা. এর মজলিসে বসতেন |এতেই তাদের ইলম বাড়তো, ঈমান আমল সমৃদ্ধ হতো |

## উভয় জাহানের সৌভাগ্য

শায়েখ জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. খালেদ বিন অলীদের সূত্রে একখানি হাদীস বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর দরবারে এসে দুনিয়া আখেরাত সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইল। রাসূল সা. বললেন, বল, তোমার কী প্রশ্ন?

: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সবচে' বড় আলেম হবো কীভাবে?

: আল্লাহকে ভয় করলে সবচে' বড় আলেম হবে |

: আমি সবচে' ধনী হতে চাই |

: অল্পে তুষ্ট থাক তাহলে তুমি হবে সবচে' ধনী |

: আমি সবচে' ভালো মানুষ হতে চাই |

: যে মানুষের উপকার করে সেই সবচে' ভালো মানুষ। তুমি মানুষের উপকার করার চেষ্টা করো |

: সবচে' ন্যায়পরায়ণ হতে চাই |

: নিজের জন্য যা পছন্দ করো অন্যের জন্য তাই পছন্দ করবো। তুমি হবে সবচে' ন্যায়বান |

: আল্লাহর বিশেষ বান্দা হতে চাই |

: বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো। তুমি হবে আল্লাহর বিশেষ বান্দা |

: আমি সৎকর্মপরায়ণ হতে চাই |

: আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। দেখতে যদি নাও পাও তিনি তো তোমাকে দেখছেন |

: আমার ঈমান পরিপূর্ণ হবে কীভাবে?

: মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো তাহলে তোমার ঈমান হবে পরিপূর্ণ |

: আমি আল্লাহর সবচে' বেশি অনুগত হতে চাই ।

: ফরজগুলো যথাযথ আদায় করবে তুমি হবে আল্লাহর সবচে' অনুগত বান্দা ।

: গোনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই ।

: ফরজ গোছল ঠিকমত করবে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে গোনাহমুক্ত অবস্থায় ।

: কেয়ামতের দিন আমি নূর চাই ।

: কারো ওপর জুলুম করো না, কেয়ামতের দিন তুমি নূর পাবে ।

: আল্লাহ যেন আমার ওপর রহম করেন ।

: তুমি নিজের ওপর ও আল্লাহর সৃষ্টির ওপর রহম করো আল্লাহও তোমার ওপর রহম করবেন ।

: আমার গোনাহগুলো যেন মিটে যায় ।

: বেশি বেশি ইস্তেগফার করো গোনাহ মিটে যাবে ।

: আমি সবচে' সম্মানী হতে চাই ।

: মানুষের কাছে আল্লাহর শেকায়েত করো না, তাহলে হবে সবচে' সম্মানী ।

: আমার রিজিক যেনো বাড়িয়ে দেওয়া হয় ।

: সদা পাক পবিত্র থাকবে তোমার রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হবে ।

: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে প্রিয় হতে চাই ।

: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ভালোবাসেন তুমিও তাই ভালোবাসো । তাঁরা যা অপছন্দ করেন তুমি তাই অপছন্দ করো ।

: আমি আল্লাহর গজব থেকে বাঁচতে চাই ।

: কারো ওপর রাগ করো না তাহলে আল্লাহর গোস্বা থেকে বাঁচতে পারবে ।

: আমি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত হতে চাই ।

: হারাম থেকে বেঁচে থাক তাহলেই হতে পারবে মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ।

: জনসম্মুখে আল্লাহ যেন আমাকে লজ্জিত না করেন ।

: নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করো আল্লাহ তোমাকে লজ্জিত করবেন না।

: আমার দোষত্রুটি যেন আল্লাহ ঢেকে রাখে। আমার গোনাহ-খাতা কীভাবে মিটবে?

: চোখের পানি, বিনয় আনুগত্য ও রোগশোকের মাধ্যমে।

: কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচে' প্রিয়?

: উত্তম চরিত্র, বিনয় নম্রতা, বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ ও রেজা বিল কাযা।

: কোন পাপ আল্লাহর কাছে সবচে' মারাত্মক?

: চরিত্রহীনতা ও অতিলোভা

: কোন জিনিস আল্লাহর গোস্বাকে প্রশমিত করে

: গোপনে দান খয়রাত ও আত্মীয়তার বন্ধন।

: জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হবে কিসে?

: রোজা রাখায়।

আল্লাহ তা'য়ালার আমাদেরকে ইলম অনুযায়ী আলম করার তাওফিক দান করুন। আমিন।